বর্ষ ১
সংখ্যা ৩
জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুল-এর গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা

গুণীজনদের সাথে পরিচয় না ঘটলে নতুন প্রজন্ম গতিহারা হয়ে পড়বে

শাহাব উদ্দিন নীপু

সমাজে বিরাজমান নানা অন্যায়-অবিচার আর অপসংস্কৃতির মধ্যেও কিছু মানুষ সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছেন। এদের সাথে নতুন প্রজন্মকে পরিচয় করিয়ে না দিলে তারা ক্রমশ: হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে, গতি হারা হয়ে পড়বে।

সংবর্ধিত গুণীজনদের মধ্যে বক্তব্য রাখছেন (ডান থেকে) অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ, অধ্যক্ষ সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ হোসাইন আহমেদ, অধ্যক্ষ আবদুর রহিম চৌধুরী, লায়ন পি.আর. সিনহা এমজেএফ, অধ্যক্ষ মুহিতুন নবী, শামসুন্নাহার রহমান পরাণ ও বেগম মুশতারারি শফি

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেছেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা, গবেষণা, সমাজসেবা ও সংগঠক, সাংবাদিকতা, আইন ও বিচার, নারী অধিকার আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখালেখি এই সাতটি শাখায় ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ৭ জনকে মরণোত্তর সম্মাননা দেয়া হয়েছে। তারা হলেন-আবদুল হক চৌধুরী (গবেষণা), কবি ওহীদুল আলম (শিক্ষা ও গবেষণা), অধ্যাপক আসহাব উদ্দিন (শিক্ষা), অধ্যাপক ড. মাহফুজুল হক (শিক্ষা), রাবেয়া সিরাজ (সমাজসেবা), চারুবালা বড়ুয়া (শিক্ষা) ও বাসন্তী দাশ (শিক্ষা)।

এছাড়া, স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য যাদের সম্মাননা দেয়া হয়েছে তারা হলেন-অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ (সাংবাদিকতা), শিক্ষায় অধ্যক্ষ সাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ নুরুল আবছার খান, অধ্যক্ষ আবদুর রহিম চৌধুরী, অধ্যক্ষ হোসাইন আহমেদ, অধ্যক্ষ মুহিতুন নবী, নারী অধিকার আন্দোলনে বেগম উমরতুল ফজল ও নুর জাহান বেগম, বেগম মুশতারি শফি (মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখালেখি), লায়নিজমে জনাব পি আর সিনহা, আইন ও বিচার-এ জজ আবদুর রউফ, সমাজসেবা ও সংগঠক হিসেবে জনাব মো. ইউসুফ চৌধুরী ও মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ। সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন লায়ন্স ক্লাবস ইন্টারন্যাশনাল-এর জেলা ৩১৫ বি৪-এর গভর্ণর লায়ন পি আর সিনহা এমজেএফ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারী বাণিজ্য কলেজের অধ্যক্ষ মুহিতুন নবী। অনুষ্ঠানটি মানবতাবাদি প্রয়াত মাদার তেরেসার নামে উৎসর্গ করা হয়। প্রসঙ্গত, ৫ সেপ্টেম্বর ছিলো মাদার তেরেসার ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী।

গুণীজন সংবর্ধনার মতো মহতি উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে দৈনিক আজাদী সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ বলেন, 'সমাজে এখন নানা সঙ্কট চলছে। যুব সমাজ আজ হতাশাগ্রস্ত। এদের সামনে সমাজের অগ্রজ জনদের অর্জনগুলো তুলে ধরতে হবে'। অনুষ্ঠানে দি পূর্বকোণ লি-এর চেয়ারম্যান জনাব ইউসুফ চৌধুরী অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হতে পারেন নি।

সংবর্ধিত প্রধান অতিথি লায়ন পি আর সিনহা এমজেএফ বলেন, 'স্বাধীনতার ৩০ বছর পরও যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা দেশ স্বাধীন করেছি সে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারিনি বলে ঘাসফুলকে আজ গরীব মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হচ্ছে'।

সামাজিক অবক্ষয় রোধে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বিশেষ অতিথি অধ্যক্ষ মুহিতুন নবী বলেন, 'কুরুচিপূর্ণ বিদেশী চলচ্চিত্রের কারণে আমাদের যুব সমাজ আজ বিপথগামী'।

অনুষ্ঠানে কমার্স কলেজের তিন কৃতি শিক্ষক অধ্যক্ষ সাফায়াত আহমদ সিদ্দিকী, অধ্যক্ষ আবদুর রহিম চৌধুরী ও অধ্যক্ষ হোসাইন আহমেদ এবং নারী নেত্রী বেগম মুশতারি শফি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মফিজুর রহমান। পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

সভাপতির বক্তব্যে ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, 'যারা সমাজ নিয়ে দেশ ও জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে তাদের একত্রিত করে বর্তমান প্রজন্মের কাছে পরিচিত করানোর জন্য আমি এই উদ্যোগ নিলাম। এই প্রক্রিয়া এখানে থেমে যাবে না, চলতেই থাকবে'।

এদিকে, গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পরপরই কমার্স কলেজ মাঠে এক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার উপর গুরুত্বারোপ করে পোস্টারিং এবং কমার্স কলেজ সংলগ্ন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমও পরিচালিত হয়।

এসএএফআরজি'র কর্মশালায় যোগ দিতে নয়াদিল্লীতে নির্বাহী পরিচালক

ঘাসফুল-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এখন সাউথ এশিয়ান ফান্ড রেইজিং গ্রুপের (এসএফআরজি)'র ১৪তম বার্ষিক কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য নয়াদিল্লী অবস্থান করছেন। গত ২৩ সেপ্টেম্বর তিনি নয়াদিল্লীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

এনজিও কর্মকর্তাদেরকে এই কর্মশালায় ফান্ড রেইজিং বিষয়ে বিশেষ ধারণা প্রদান করা হয়। গত ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীস্থ হোটেল সম্রাটে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অন্য পাতায়

সম্পাদকীয় / নিবন্ধ	৩
কেস স্টাডি	৪
ভ্রমণ	৫
সংগঠন সংবাদ	৭
সংবাদ	২, ৪, ৫ ও ৬

ঘাসফুল-এর আয়োজনে ট্রাক চালকদের এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা

ঘাতক এইডস থেকে বাঁচার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলুন

ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ও যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে মরণব্যাধি এইডস থেকে আমাদের নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। গত ২০ জুলাই শনিবার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল আয়োজিত ট্রাক চালকদের এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন।

সংগঠনের অর্থ ও প্রশাসন প্রধান মো. মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। আলোচনায় অংশ নেন সংস্থার এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন প্রমুখ। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঘাসফুল প্রতি মাসে এ ধরনের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বে ঘাতক ব্যাধি এইডস এখন মহামারি আকারে রূপ নিচ্ছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং মায়ানমারে এইডসের ভয়াবহ বিস্তার এখানে এই মরণব্যাধির বিষয়ে আমরা সচেতন না হলে তা একদিন আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। এতে কেবল আমরা নই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে ২৪ জন ট্রাক চালক অংশগ্রহণ করেন। জীবিকার সন্ধানে এসব ট্রাক চালক দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করেন এবং তাদের কেউ কেউ পতিতালয়ে যায়। এভাবে তাদের মাধ্যমে এই ঘাতক ব্যাধি নিজেদের পরিবার থেকে সমাজের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে বলে বক্তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বক্তারাএইডসের ভয়াবহতা থেকে নিজেকে এবং পরিবারের সদস্যদের রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বিশ্বস্ততা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং যৌন মিলনে সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। রক্ত আদান-প্রদান এবং এ কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামে এইডসের জীবাণুমুক্ততা নিশ্চিত করার উপরও বক্তারা জোর দেন।

পাঠানটুলি সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ঘাসফুল-এর এইডস ওরিয়েন্টেশন

যৌন বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা ও যথাযথ শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা এবং যৌন আচরণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে মরণব্যাধি এইডস থেকে আমাদের নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। গত ২৫ আগস্ট ঘাসফুল পাঠানটুলি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন।

পাঠানটুলি সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আয়োজিত এইডস ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ডা. সায়েমা আক্তার

রোববার আয়োজিত সিটি বালিকা ছাত্রীদের

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মিসেস রেনু প্রভা দেবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ছিলেন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। আলোচনায় অংশ নেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা কৃষ্ণা রায়, শেলী মজুমদার, স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন, প্রোগ্রাম অর্গানাইজার নুরুন নাহার, শাহনাজ বেগম, শাহ আলম প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনো যৌন বিষয়ে পাঠদানের তেমন কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। উঠতি কিশোর-কিশোরী এবং তরুণরা এ বয়সে তাদের নানা শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলেও প্রায় ক্ষেত্রে এসব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পায় না; বরং অনেক ক্ষেত্রে ভুল ধারণা পেয়ে বিপথগামী হয়। এসব বিষয়ে কিশোর-কিশোরীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানদানের ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়ে বক্তারা বলেন, শিক্ষিত ও সচেতন আগামী প্রজন্মই এই বিশ্বকে ঘাতক এইডসের ভয়াল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারে। ওরিয়েন্টেশন

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসে ঘাসফুলের মুক্ত আলোচনায় বক্তারা

বর্ধিত জনসংখ্যাই দারিদ্র সৃষ্টি ও পরিবেশ দূষণ করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক :

বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেতিবাচক হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বর্ধিত এই জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো দারিদ্র পীড়িত এবং এখানে পরিবেশ দূষণের মাত্রাও ক্রমাগত বাড়ছে। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে গত ১১ জুলাই ঘাসফুল আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী মো. সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে সংগঠনের মিলনায়তনে আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় মুখ্য আলোচক ছিলেন প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার। অন্যান্যদের মধ্যে শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ, এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু, খবীর উদ্দিন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। ঘাসফুলের বিভিন্ন পর্যায়ের স্টাফ ছাড়াও বিভিন্ন উপকারভোগী এতে অংশগ্রহণ করেন।

আলোচকরা বলেন, জনসংখ্যা যে কোনো দেশের সম্পদ হলেও অধিক হারে জনসংখ্যা আপদে রূপ নেয়। আমরাও এখন এই আপদের মুখোমুখি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমে এলেও তা আশাপ্রদ নয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে আমাদের দারিদ্র্যের মাত্রা ঊর্ধ্বমুখীই বলা চলে। আলোচনা অনুষ্ঠানে অধিক জনসংখ্যা কিভাবে পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনছে তা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, যত মানুষ তত বর্জ্য। লোকজন বাড়ছে তাই বাড়ছে যানবাহন, বাড়ছে কালো ধোঁয়া উৎপাদন। বাড়তি চাহিদা মেটাতে লোকজন কেটে সাবাড় করছে মূল্যবান গাছ। ফলে, অনিবার্যভাবে নেমে আসছে পরিবেশ বিপর্যয়।

বারবার সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে একজন মা কিভাবে তার স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছেন তা তুলে ধরে বক্তারা বলেন, দু'টির বেশি সন্তান পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতায় যেমন নিয়ে আসে বাড়তি চাপ তেমনি ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলে মায়ের জীবন। বক্তারা এই দিনে ছোট পরিবার গঠনে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে দারিদ্র বিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান।

ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন

সেলাই প্রশিক্ষণ চলছে

শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার হলো রিফ্লেক্টের মূলমন্ত্র এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন নারীদের কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর 'ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' নামে কিশোর-কিশোরীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, বিনোদন ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের লক্ষ্যে নতুন এই কেন্দ্রের উদ্বোধন কালে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ এসব কথা বলেন। কৈশোরের পা দেয়ার মধ্য দিয়ে শিশুরা নতুন এক জগতের সন্ধান পায়। সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি নানা পাপ ও পঙ্কিলতা তাদের হাতছানি দেয়। দুরন্ত এই কৈশোরে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের যাতে বিপথে না গিয়ে সুপথের সন্ধানপায় সেজন্য এই সেন্টার চালু করা হয়েছে। এখানে কিশোর-কিশোরীরা তাদের মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশ যেমন ঘটাবে তেমনি বিনোদনও লাভ করবে।

ঐদিন সকালে পদ্মফুল, অপরাজিতা ও রঙধনু সার্কেলের ৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে নিয়ে এক সেলাই প্রশিক্ষণেরও উদ্বোধন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে সেলাই, কাটিং এবং এমব্রয়ডারীর উপর অংশগ্রহণকারীদের দক্ষ করে তোলার দায়িত্ব পালন করছেন রাবেয়া সুলতানা।

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২

কোরআনের বাণী

একটি জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তখনই আসে যখন সেই জাতি নিজের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়। (সুরা রাআদ, আয়াত : ১১)

সম্পাদকীয়

হঠাৎ করে দেশে ঘটমান অপরাধ প্রবণতায় নতুন এক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দাগী অপরাধীদের ভয়ানক সব কর্মকান্ডের সাথে আজ শোনা যাচ্ছে শিশু-কিশোরদের নাম। অপরাধ জগতের কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই এসব শিশু-কিশোর ও তরুণরা একেবারে নিখুঁতভাবে ঘটিয়ে চলেছে নৃশংস সব ঘটনা। ফলে আতঙ্কিত আজ দেশবাসী, ভাবনার অতলে ডুবে আছেন সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা। সবাই ভাবছেন--এর নেপথ্যে কী আছে?

শিশু-কিশোররা এখন অপহরণ করছে, মুক্তিপণ আদায় করছে, জিম্মি করে রাখছে; এমনকি খুনও করে ফেলছে। শুধু কি তাই? খুন করে লাশ খন্ড-বিখন্ড করছে, মৃতদেহ নদীতে ফেলে দিচ্ছে। বীভৎস সব ঘটনা। অবাক বিষয়, এসব অপরাধের সাথে জড়িতরা প্রায় ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার শিশু-কিশোরদের পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন; অর্থাৎ খুব কাছের মানুষ-জনকে টার্গেট করছে এসব কিশোর অপরাধী। অবস্থা এমন দাঁড়াচ্ছে যে, খুব কাছের মানুষকেও এখন আর বিশ্বাস করা যাবে না। যেন স্কুলে, খেলার মাঠে বা প্রতিবেশীর বাড়ীর লোককেও বিশ্বাস করা যাবে না। যেন যে কোন সময় অন্ধ অর্থ লোভী কেউ অপহরণ করে মুক্তিপণ চাইতে পারে, নৃশংসভাবে খুন করতে পারে যে কারো সন্তানকে।

সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, নৈতিকতার অধ:পতনে টাকা এখন ঘরে-বাইরে এত মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তা শিশু-কিশোরদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়েছে। মানোবিজ্ঞানীরা বলছেন যে, অভাব, বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিরতা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা, আগ্রাসী মনোভাব ও মানসিক অন্ধত্ব তৈরি করেছে যা অপরাধের দিকে তাদেরকে ধাবিত করছে। আইনজীবীরা বলছেন যে, বিচারের দীর্ঘসূত্রতা ও মামলাকে রাজনীতিকরণের কারণে অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে, অপরাধে উৎসাহিত হচ্ছে।

আমরা মনে করি, নতুন প্রজন্মের মধ্যে আশার বদলে হতাশা ভর করছে বেশি। তাদের নিয়ে অভিভাবক ও অগ্রজদের ভাবনা-চিন্তারও ঘাটতি রয়েছে। বিশেষত: সমাজের সুবিধা বঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে কেউ তেমন করে ভাবছেন না। সবাই শিশুদের নিয়ে ব্যস্ত। শিশুরা একটু বড় হয়ে কোথায় যাচ্ছে তার খোঁজ আমরা রাখছিই না বলা চলে। এদের শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থানের অভাব তাদেরকে অনিশ্চয়তার মুখে ধাবিত করছে। আমরা মনে করি, এদের নিয়ে ভাবনার, কাজ করার সময় এসেছে। নতুন প্রজন্মকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে ঘাসফুল সম্প্রতি চালু করেছে 'ইয়থ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার'। কিশোর-তরুণদের উন্নয়নে এ সেন্টার মডেল হবে--এই আমাদের প্রত্যাশা।

অধিকার এ্যাপ্রোচ ও আমরা

সাইফউদ্দিন আহমদ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমানে দ্বিমুখী উন্নয়ন ধারায় কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যার একটি সেবামুলক এবং অন্যটি অধিকার মুখী। মুলত: সুবিধা বঞ্চিত জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে এই দু'টি ধারা প্রচলিত হয়েছে। দেশী-বিদেশী উন্নয়ন সংস্থাগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম সেবামূলক (Service Mood) পরিচালনা করছিল; কিন্তু সময়ের বিবর্তনে এই সকল সেবামূলক কার্যক্রমে এক ধরনের স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়। এর মূলে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে আগে উঠে আসে, তা হলো, কতদিন এই সেবা দেয়া যায়? বা কত দিন একজন সাধারণ মানুষ এই সেবা ভোগ করবে?

> আজ আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই প্রতিটি মুহূর্তে নানাবিধ বঞ্চনা, নির্যাতন বা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। আজ সাধারণ মানুষ জানে না দেশের সরকার তাদের কি কি সেবা দেয় বা দেয়া উচিত। তারা জানে না কোথায় গেলে তারা কি সেবা পাবে।

এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হলো, দেশে যত উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে তাদের শতকরা ৯৮ টি বিদেশী সাহায্য সংস্থা থেকে প্রাপ্ত অর্থে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায় হলো যতদিন তারা সেবা দিচ্ছে ততদিন অনগ্রসর জনগোষ্ঠী সেই সেবা ভোগ করছে। কিন্তু তাদের অবস্থানের কোন উন্নতি ঘটছে না। সেবা কার্যক্রম শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে। আর এই প্রক্রিয়ার ফলাফল অবশ্যম্ভাবীভাবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ অবহেলিত জনগণের যে অধিকার স্পৃহা তা দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে এক ধরনের পরনির্ভরশীলতা তৈরি হচ্ছে যার মাধ্যমে তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যতে দিকে ধাবিত হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো মানুষের অধিকার সচেতনতা। আজ আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় বলেই প্রতিটি মুহূর্তে নানাবিধ বঞ্চনা, নির্যাতন বা প্রতারণার শিকার হচ্ছে। আজ সাধারণ মানুষ জানে না দেশের সরকার তাদের কি কি সেবা দেয় বা দেয়া উচিত। তারা জানে না কোথায় গেলে তারা কি সেবা পাবে। অথবা তাদের সেবা দেয়ার এই দায়িত্ব কাদের।

মূলত: জনগণের অধিকার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমগ্র বিশ্বের দাতা সংস্থাগুলো সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। এ্যাকশন এইড ১৯৯৯ সনের মাঝামাঝি থেকে সামগ্রিকভাবে অধিকার এ্যাপ্রোচে (Rights Based Approach) কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ফলশ্রুতিতে ঘাসফুল তাদের অংশীদার হিসেবে Service Approach এর পাশাপাশি Rights Based Approach এ কাজ শুরু করে। উল্লেখ্য, যদিও ধারণাটি ১৯৯৯ সন থেকে ঘাসফুল আত্মস্থ করে, কিন্তু মানুষের অধিকারের কথা ঘাসফুল তার জন্ম লগ্ন থেকে বলে আসছে। আমরা যদি ঘাসফুল-এর জন্মলগ্ন থেকে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাই, ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নির্যাতিত ও অবহেলিত নারী ও শিশুদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ঘাসফুল-এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ঘাসফুল দাতা সংস্থা এ্যাকশন এইডের সহযোগিতায় সেবামূলক এ্যাপ্রোচকে কিভাবে মানুষের অধিকার আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ঘাসফুল শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের বিশেষ করে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও ঋণের মাধ্যমে অবহেলিত জনগণের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকারকে পূরণ করার চেষ্টা করছে। এছাড়া, বিভিন্ন এডভোকেসি ও ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে সাধারণ অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ে ঘাসফুল সচেষ্ট।

পরিশেষে এটা অবশ্যই বলা আবশ্যক যে, শুধুমাত্র অধিকার সচেতনতা দিয়ে মানুষের অধিকার আদায় সম্ভব নয়, এ জন্য চাই, অধিকার ও সেবার সমন্বয়। আর তাই ঘাসফুল মনে করে, 'মানুষের জন্য নয়, আমরা মানুষের সাথে কাজ করি'।

অধিকার এ্যাপ্রোচ প্রশিক্ষণ নিয়েছে ঘাসফুল কর্মী

গত ১২-১৫ আগস্ট দাতা সংস্থা এ্যাকশন এইড সাউথ-ইস্ট রিজিয়নের উদ্যোগে 'অধিকার এ্যাপ্রোচ' বিষয়ে চারদিনের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এনজিও ফোরামের আঞ্চলিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু ও শিক্ষা অফিসার আঞ্জুমান বানু লিমা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে সেবা কৌশলের বদলের অধিকার কৌশলে কাজ করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ্যাকশন এইডের ডিএ ও নন ডিএ মিলে বিভিন্ন সংস্থার ২৪ জন প্রতিনিধি এই প্রশিক্ষণ নেন। প্রশিক্ষণার্থীরা এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজ নিজ সংগঠনে প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন এবং সে জন্য লক্ষ্যমাত্রাও ঠিক করে দেয়া হয়।

'নারীর প্রতি সহিংসতা ও আইনে নারী নির্যাতন শীর্ষক' প্রশিক্ষণে ঘাসফুল কর্মী

'নারীর প্রতি সহিংসতা ও আইনে নারী নির্যাতন' শীর্ষক অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন শিক্ষা অফিসার আঞ্জুমান বানু লিমা। গত ৮-১০ সেপ্টেম্বর ঢাকার লালমাটিয়ায় এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে ১৫টি সংস্থার ১৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি রাষ্ট্র ও আইন কিভাবে ধর্ষক, খুনী, সহিংস ঘটনার নায়ককে বাঁচিয়ে দিচ্ছে তা নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়।

সংবাদ

মাঝির ঘাট, মাইল্লার বিল ও গোসাইলডাঙ্গায় লাইভলীহুড বিভাগের কমিউনিটি সভা

ঘাসফুল-এর কর্ম এলাকার তিনটি পৃথক স্থানে গত তিন মাসে তিনটি কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাজের অধিকার বঞ্চিত নারী ও শিশু-কিশোরদের অধিকার এবং ঘাসফুল-এর ক্ষমতায়ন কার্যক্রমে সময়য়ের লক্ষ্যে প্রতি মাসেই অনুরূপ কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনটি সভার প্রথম সভাটি গত ১৫ জুলাই মাঝিরঘাট এলাকার সরকার পুকুর পাড়ে অনুষ্ঠিত হয়। লাইভলীহুড বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মো. মনছুর আলী, লাইভলীহুড বিভাগের পিও সাইদুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মাইল্লার বিল এলাকায় গত ১৭ আগস্ট ক্রেডিট অফিসার লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অপর কমিউনিউটি সভায় সংগঠনের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক মারুফুল করিম, পিও তাজুল ইসলাম, মো. সেলিম, টুটুল কুমার দাশ, এলাকার ব্যবসায়ী নেতা শাহীন চৌধুরী ও সচেতন অভিভাবক নারায়ন চন্দ্র বক্তব্য রাখেন। এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সাপ্তাহিক ফ্রি ক্লিনিক এবং শিক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করার দাবি জানালে উপস্থিত কর্মকর্তারা এসব বিষয়ে সংস্থার সচেতন দায়িত্বশীল ভূমিকার আশ্বাস প্রদান করেন।

সর্বশেষ গত ৩০ সেপ্টেম্বর গোসাইলডাঙ্গা এলাকায় কমিউনিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার মো. সেকান্দর। এতে শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ, লাইভলীহুড বিভাগের পিও তাজুল ইসলাম এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি মো. সামছুদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

এসব সভায় ঘাসফুল-এর চলমান কার্যক্রমের সাথে এলাকার জনগণের প্রত্যাশার সমন্বয় ঘটানোর প্রচেষ্টা চলে। এলাকাবাসীদেরকে ঘাসফুল কী দিচ্ছে এবং সংগঠনের কাছে তাদের আরো কোনো চাওয়া আছে কিনা এ দু'টি বিষয় জানা ও জানানোর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণের পথকে সুগম করা হয়।

এডলোসেন্ট রিট্রিট সভায় ঘাসফুল-এর শিক্ষার্থীরা

শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে গত ১২-১৩ সেপ্টেম্বর কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হয় প্রস্তুতিমূলক এডলোসেন্ট রিট্রিট সভা। এতে শিক্ষা বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক আলো চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল জমির উদ্দিন স্কুলের ৫ম শ্রেণীর দু'ছাত্র-ছাত্রী আল-আমিন ও জোসনা অংশগ্রহণ করে।

বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের সার্বিক সমন্বয়ে সিআরসিডি আয়োজিত এই সভা অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, ইউনিসেফ এবং সেভ দ্য চিলড্রেন এলায়েন্স। এটি ছিলো মূলত: একটি গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ব প্রস্তুতি।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

গত জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীদের (টিবিএ) হাতে ৫৬৬ জন নবজাতকের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই মাসে ২১৮, আগস্টে ১৭৯ ও সেপ্টেম্বরে ১৬৯ জন।

এদিকে, এই সময়ে স্থায়ী ও স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মোট ৬৬ টি সেশনে ২ হাজার ৪৫৯ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। একই সময়ে ৫৭৩ জন মহিলাকে টিটি সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৩৪৯ জন শিশুকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

গত তিন মাসে নতুন ও পুরাতন মিলে ৩ হাজার ৩৫৭ জন নারী ও পুরুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে জুলাই মাসে ১৩১৭ জন, আগস্ট ৮৯৪ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে ১১৪৬ জনকে এই সেবা সরবরাহ করা হয়। জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে পিল, কনডম, লাইগেশন, আইইউডি, ইনজেকশন প্রভৃতি।

কেস স্টাডি

একটি ফুল আর কলির গল্প

খবীর উদ্দিন

ঢাকার মুন্সীগঞ্জের মেয়ে রুমা। বৈবাহিক সূত্রে এখন বসবাস করছে নগরীর মোগলটুলী এলাকায়। এরই মধ্যে জীবনের ২৮টি বসন্ত পার করে দিলেও অপুষ্টি আর রুগ্নতা রুমার অবয়বে আসতে দেয়নি এতটুকু যৌবন। রুমা যেন রুগ্নতার বাহক, অপুষ্টির প্রতীক। সাত বছর আগে বিয়ে হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরের সাথে রুমার। এরই মধ্যে সৃষ্টির নিয়মে একদিন রুমার গর্ভে সন্তান আসে; রুমা মুখোমুখি হয় নানা পরিবর্তনের, নানা অচেনা বিষয়ের। জীবনের অনাগত দিনগুলোর কথা ভেবে, গর্ভের সন্তানের মঙ্গল চিন্তায় বিভোর রুমার সাথে ইতিমধ্যে পরিচয় ঘটে ঘাসফুলের ধাত্রী খালা পুতুল বেগমের সাথে। একই মহল্লার বাসিন্দা হওয়ায় সব সময় দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে থাকে রুমার সাথে ধাত্রী খালার। ধাত্রী খালা প্রসব পূর্ব নানা প্রস্তুতি, আয়োজন, প্রসবকালীন উদ্ভুত পরিস্থিতি সামাল দেয়ার যন্ত্র-জোগাড়, প্রসবোত্তর সেবা-যত্ন সব বিষয়ে নিয়মিত সমৃদ্ধ করে চলেছেন রুমাকে।

ধাত্রী খালার হাত ধরে রুমা একদিন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগে আসে। উদ্দেশ্য শারীরিক পরীক্ষা। পরিচয় ঘটে এখানকার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়েমা আক্তারের সাথে। চেক-আপ শেষে বেরিয়ে আসে রুমা ভুগছে ঘাতক ব্যাধি থ্যালাসেমিয়া এবং রক্তস্বল্পতায়। অসহায় রুমা এবং তার অনাগত সন্তানের কথা ভেবে চিন্তিত ডা. সায়েমা আক্তার ঘাসফুল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও আশ্বাসের ভিত্তিতে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে ভালোই কাটছিলো রুমার দিনগুলো। হঠাৎ একদিন রুমার জন্য রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়। হতবিহ্বল ঘাসফুল কর্মীদের সে কী প্রাণান্ত চেষ্টা! নিজেরা তো বটে আত্মীয়-স্বজন থেকেও রক্ত সংগৃহীত হয়। রুমা বেঁচে যায়। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাঁচিয়ে দেয় অকালে ঝরে পড়া থেকে একটি ফুলকে।

কিন্তু এই ফুলের ভেতর যে কলিটি ফুটবে বলে এত সংগ্রাম, এত আয়োজন তা ফুটলো বড় অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে, স্পন্দনহীন হয়ে। আমাদেরকে হতাশ ও ব্যথিত করে বাংলাদেশের শিশু মৃত্যুর পরিসংখ্যানে যুক্ত হলো আরেকটি সংখ্যা।

সেলুন মালিক কাজলের নেপথ্য কাহিনী

মোঃ তাজুল ইসলাম

কাজল কান্তি শীল। জন্ম ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি। জন্মগ্রহণ করেছেন চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানার এক সাধারণ গ্রামে। পিতা মানিক চন্দ্র শীল। ভাই বোনদের মধ্যে সবার বড় কাজল। বর্তমানে পিতার অক্ষমতার কারণে ৬ সদস্যের পরিবারে তিনিই একমাত্র উপার্জক্ষম ব্যক্তি। তার পরিবারের পিতা-মাতা ছোট এক বোন, স্ত্রী এবং একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। এখন তিনি পশ্চিম মাদারবাড়ীতে অবস্থিত একটি সেলুনের গর্বিত মালিক।

নাপিতের কাজ তার পৈত্রিক পেশা। পিতার হাতে তিনি নাপিতের কাজের দক্ষতা অর্জন করেন। কাজল কান্তি শীলের পিতার নিজের সেলুন ছিল না, অন্যের সেলুনে তিনি কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন। পিতার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, নিজে একটি সেলুন দাঁড় করাবেন। সে থেকে কাজল মনে মনে একটি স্বপ্নই লালন করতেন যে, তিনি নিজে একটি সেলুন দোকান দিবেন। যে কাজটি পিতা নিজে করতে পারেনি তিনি তা করবেন।

১৯৯৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম শহরে কাজের সন্ধানে আসেন। হালিশহর আই ব্লকের একটি সেলুনে দৈনিক ৬০ টাকা ভাতায় যোগ দেন। এক/দেড় বছর সেখানে কাজ করার পর তিনি চলে আসেন পশ্চিম মাদারবাড়ীতে।

কাজল হেয়ার কাটিং-এ কাজ শুরু করার পর তিনি ঘাসফুল লাইভলী হুড বিভাগের ডেইলী সেভিংস প্রোগ্রামের কালেক্টর-৩ এর সদস্য হন। যেখানে নিয়মিত সঞ্চয় শুরু করেন। এক বছরের মধ্যে তার একটি সুযোগ আসে। দোকান মালিক দোকান লীজে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তখন তার হাতে দুই হাজার টাকা জমা ছিল এবং বাকী টাকার উৎস হিসেবে তিনি ঘাসফুলের ঋণ গ্রহণ করেন। ঘাসফুল থেকে তিনি সর্বপ্রথম ৪ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি তার জীবনের গতি পরিবর্তন করেন।

অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ইচ্ছা শক্তির মাধ্যমে তিনি এক বছরের মধ্যে ঘাসফুলের ঋণের টাকা পরিশোধ করেন এবং সাথে সাথে দোকাননি নিজের নামে করে নিতে সক্ষম হন। পরবর্তিতে দোকানে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য তিনি পুনরায় ঘাসফুল হতে ২০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি ঘাসফুলের ঋণী সদস্য। কাজল কান্তি শীলের সাথে আলাপ করলে তিনি একটি কথাই বার বার করে বললেন, দোকান মালিক দোকান ছেড়ে দেবার সময় যদি ঘাসফুল সংস্থা ঋণের সুযোগ করে না দিতো তাহলে তার পক্ষে হয়তো কখনো একটি সেলুন দোকানের মালিক হওয়া সম্ভব হতো না।

ভ্রমণ

সৌন্দর্য ধামে ৫০ ঘন্টা

ডা. মমতাজ সুলতানা

'এ জীবনে যতটুকু চেয়েছি, মনে হয় তারও বেশি পেয়েছি'---ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ের বন্ধুদের সাথে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লাতে গিয়ে তেমনই মনে হয়েছে। সঞ্চয় ও ঋণ ম্যানুয়েল রিভিয়্যুর কাজে গত ১৮ সেপ্টেম্বর পড়ন্ত বিকেলে আমাদের যাত্রা শুরু হয়। আমাদের সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক শামসুন্নাহার রহমান পরাণসহ প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়ে এস. আলম কোম্পানির বাসটি যখন ঢাকা ট্রাংক রোডে উঠল সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যা পেরুতে না পেরুতে আমরা যাত্রা বিরতি করে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার সোনাপুর গ্রামে গেলাম। বনেদী ঐতিহ্যে অম্লান এই গ্রামের একটি বাড়ি যেখানে আমাদের প্রিয় পরাণ আপার ছোট বেলার দিনগুলো কেটেছে। বড় বড় গাছ, দীঘির মতো পুকুর, শান বাঁধান ঘাট, ফুলের গাছ, আকাশের চাঁদ থেকে ঝরে ঝরে জোসনার গড়িয়ে পড়া- অদ্ভুত মায়াবী করে তুলেছিলো সান্ধ্য রাতের সেই ক্ষণগুলো। ক্ষণিকের ভালো লাগা ক্ষণগুলোকে পেছনে ফেলে আবার শুরু হলো পথ চলা। মাঝপথে 'নুরজাহান'-এ রাতের আহার সেরে সোজা আস্তানা গাঁড়লাম বার্ড হোস্টেলে। রাত হয়ে যাওয়ায় এবং গাড়ীর দ্রুত গতির কারণে তেমন কিছু দেখা হলো না। কিন্তু রাত পেরুতেই সকালের স্নিগ্ধ আলো ফুটিয়ে তুললো চারদিকের অপূর্ব নিসর্গ শোভা। সারি সারি গাছ, লম্বা লম্বা দালান কোঠা, মাঝখানে আঁকাবাঁকা সড়ক, অদূরে পুকুর, ফুলের বাগান, হরেক মানুষের কর্মব্যস্ত ছোটাছুটি ক্রমশ: সকালকে দিন করে তুললো।

শালবন বিহারের ধ্বংসস্তূপে আমরা ক'জন

সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হলো আমাদের কর্মশালার উদ্বোধনী পর্ব। আরেক মহিয়সী নারীর সাক্ষাৎ পেলাম। তার কথা শুনলাম। মুগ্ধতা অভিভূত করলো। শ্রদ্ধায় অবনত হলো মন। এই সংগ্রামী নারী, কুমিল্লার প্রাণ ডা. জোবেদা হান্নান। একই পেশার মানুষ বলে আত্মিক সান্নিধ্য বোধ করলাম বেশি। দিল্লীতে একটি কর্মশালায় যোগ দেবেন বলে পরাণ আপা চলে গেলেন ঢাকা। শুক্রবার সকাল ১১টা নাগাদ শেষ হলো আমাদের দু'দিনের কর্মশালা।

১৯ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার তুমুল বৃষ্টির কারণে আমাদের যে ক্ষুদ্র ভ্রমণটি অসমাপ্ত ছিলো তা সম্পাদনের পালা এলো। আমরা ময়নামতি শালবন বিহার ও যাদুঘর দেখার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। শালবন, বিহারের ধ্বংসাবশেষ, যাদুঘরের পুরনো ঐতিহ্যের উপস্থিতি, কেনা-কাটা, ছবি তোলা, তরুণ বন্ধুদের ঘোড় সওয়ার হওয়া- মজার সব কান্ডকারখানা আর উপভোগে দ্রুতই ফুরিয়ে এলো দুপুরের ক্ষণগুলো।

বার্ডে ফিরে দুপুরের খাবার সেরে উল্টো রথে চট্টগ্রামের পথ ধরলাম। ৫০ ঘন্টার বেশি সময় ধরে আমাদের এই ভ্রমণ, প্রাতিষ্ঠানিক কার্য সম্পাদন, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মজা করা-এখনো আমাকে ভাবায়, পুলকিত করে। চট্টগ্রামের অদূরে এত সুন্দরের সমাবেশ-অথচ তেমন করে আর দেখা হলো কই? কবিই ভালো বলেছেন--- 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হইতে দুই পা ফেলিয়া...'।

কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

'এডলোসেন্ট ওয়ার্কশপ' শীর্ষক কর্মশালায় আলোচকরা বলেছেন, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ভুল পরামর্শ প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের কিশোর-কিশোরীরা প্রতি মুহূর্তে নানা সমস্যার মুখে পড়ছে। এ সমস্যা মোকাবেলায় বড়দের সাথে কিশোর-কিশোরীদের দূরত্ব কমানো এবং হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনার পরামর্শ দিয়েছেন তারা।

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে সংগঠনের মিলনায়তনে ৪ জুলাই বুধবার দিনব্যাপী এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ঘাসফুল পরিচালিত ২৩টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন।

শিক্ষা অফিসার আব্জুমান বানু, কর্মসূচি সংগঠক (পিও) আলো চক্রবর্তী, রিফ্লেক্ট প্রশিক্ষক খালেদা খাতুন এবং স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার কয়েকটি সেশনে কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা বিভাগের সমন্বয়কারী সাইফউদ্দিন আহমদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

কর্মশালায় কিশোর-কিশোরী চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি তাদের অধিকার ও চাহিদা, বিভিন্ন সমস্যা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, লেখাপড়ার সমস্যা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের ব্যবহার, বিদেশে পাচার, ছেলে মেয়ে বৈষম্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে খোলামেলা আলোচনায় কিশোরীরা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে; যেমন-রাস্তায় চলাচলে তাদের সমস্যা, রাস্তায় ও এলাকায় বখাটের উৎপাত, বাবা-মা'দের সাথে দূরত্ব, ভালো বন্ধু না পাওয়া প্রভৃতি।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কিশোর-কিশোরীদের পড়ালেখার উপকারিতা তুলে ধরেন। কর্মশালায় শিশু-কিশোরদের বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক কাজে ব্যবহারের এবং বিদেশে পাচারের চিত্র তুলে ধরা হয়। পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে এতে বলা হয়, প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে ২০০ থেকে ৩০০ শিশু-কিশোর ও নারী পাচার হচ্ছে বিদেশে। অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিভাগের সমন্বয়কারী ডা. সায়েমা আক্তার কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আলোচনা করেন এবং কিশোরীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধে ওয়াচ গ্রুপ গঠন

'নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ' শীর্ষক ঘাসফুল-এর চলমান কর্মসূচিকে আরো জোরালো ও ফলপ্রদ করার লক্ষ্যে সংগঠনের কর্ম এলাকা নগরীর সাতটি ওয়ার্ডে সাতটি 'ওয়াচ গ্রুপ' তৈরি করা হয়েছে।

সমিতি নেতা, ধাত্রী এবং রিফ্লেক্ট সার্কেলের সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে গত ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত এক সভায় এসব দল গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। তাকে সহায়তা করেন লাইভলীহুড ও শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর যথাক্রমে সাখাওয়াৎ হোসেন ও সাইফউদ্দিন আহমদ এবং শিক্ষা অফিসার আনজুমান বানু লিমা।

সভায় নগরীর সাতটি ওয়ার্ড-১৪ নং লালখান বাজার, ২৩ নং পাঠানটুলী, ২৭ নং দক্ষিণ আগ্রাবাদ, ২৮ নং পাঠানটুলী, ২৯ নং পশ্চিম মাদারবাড়ী, ৩০ নং মাদারবাড়ী এবং ৩৬ নং গোসাইলডাঙ্গায় সাতটি 'ওয়াচ গ্রুপ' গঠন করা হয়। এই গ্রুপের সদস্যরা কোনো এলাকায় কোনো নারী বা শিশু সহিংসতায় শিকার হলে দ্রুত ঘাসফুল কর্তৃপক্ষকে তা অবহিত করবে এবং কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্রতি মাসের প্রথম শনিবার দুপুর ২-টায় ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে সমন্বয় সভায় মিলিত হবেন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যবৃন্দ।

লাইভলীহুড বিভাগের দু'টি মাসিক কর্মশালা

গত জুলাই এবং সেপ্টেম্বর মাসে লাইভলীহুড বিভাগের দু'টি মাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে কর্মীদের নানা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রতি মাসে এ ধরনের কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

১৮ জুলাই ঘাসফুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী কর্মশালায় মিড টার্ম রিভিউ (এমটিআর), সংগঠনের মিশন-ভিশন, ২০০৩ সালের কর্ম পরিকল্পনা, সমিতি ব্যবস্থাপনা, জিইডিপি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে সমিতি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয় এবং অনিয়ম বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১২ সেপ্টেম্বর সিএম হল কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় খেলাপী ঋণ, ঘাসফুল বার্তায় লেখা প্রদান, ইন্টার্নী নিয়োগ, অডিট, ম্যানুয়্যাল রিভিউ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই কর্মশালায় গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ১৯-২০ কুমিল্লা বার্ড-এ সঞ্চয় ও ঋণ ম্যানুয়াল রিভিউ শীর্ষক দু'দিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম মো. লুৎফর রহমান স্মরণ সভায় বক্তারা

সৃষ্টিশীল কাজের মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করা যায়

সৃষ্টির অমোঘ নিয়ম অনুযায়ী সকলকে একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের এমন কিছু কাজ করে যেতে হবে যা আমাদের অমর করতে পারে। মরহুম মো. লুৎফর রহমান এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি দীর্ঘকাল অমর হয়ে থাকবেন।

মরহুম এম এল রহমান স্মরণ সভায় মঞ্চে (বাঁ থেকে) ড. গাজী সালেহ উদ্দিন, ডা. মঈনুল ইসলাম মাহমুদ, আবদুল ওয়াদুদ, ডা. মমতাজ সুলতানা। বক্তব্য রাখছেন (বাঁ থেকে) মিসেস নীনা চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, পারভীন মাহমুদ ও আফতাবুর রহমান জাফরী। পাশে দর্শকবৃন্দ

বিশিষ্ট কর উপদেষ্টা মরহুম মো. লুৎফর রহমানের স্মরণ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেছেন। মরহুমের দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে গত ৯ আগস্ট এই স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়।

বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং ঘাসফুলের অন্যতম উপদেষ্টা ডা. মইনুল ইসলাম মাহমুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন, চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবদুল ওয়াদুদ, ঘাসফুলের প্রাক্তন দুই সভানেত্রী মিসেস নীনা চৌধুরী ও মিসেস হোসনে আরা গোফরান, মরহুমের জ্যেষ্ঠ কন্যা পারভীন মাহমুদ, ঘাসফুলের সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানা, ডা. জাহাঙ্গীরা আক্তার, কর আইনজীবী সমিতির সদস্য আমির হোসেন, মরহুমের একমাত্র পুত্র আফতাবুর রহমান জাফরী, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য গোলাম মোস্তফা, প্রকল্প কার্যালয়ের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান প্রমুখ। পুরো অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন সংস্থার এডভোকেসি ও পাবলিকেশন অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

বক্তারা বলেন, শিশু ঘাসফুলকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজকের অবস্থানে নিয়ে আসার পেছনে পর্দার আড়ালে থেকে যিনি সবচেয়ে বড় অবদান রেখেছেন তিনি হলেন মরহুম মো. লুৎফর রহমান। তার একনিষ্ঠ সাহচর্যে ঘাসফুল আজ কেবল চট্টগ্রামে নয়, দেশের অন্যতম বেসরকারী সংস্থায় রূপ লাভ করেছে।

বক্তারা আরো বলেন, একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী হলেও তিনি ছিলেন সদালাপি ও নিরহংকারী। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন বন্ধু বৎসল, দক্ষ সংগঠক, সফল ব্যবসায়ী এবং মানবতাবাদী। অত্যন্ত সংস্কৃতিমনা মরহুম রহমান অধিকার বঞ্চিতদের অধিকার আদায়ে সব সময় কাজ করে গেছেন বলে বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২০০১ সম্পন্ন

সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য মরহুম মো. লুৎফর রহমানের স্মরণসভা অনুষ্ঠানের পর পরই শুরু হয় বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী ২০০১-এর আনুষ্ঠানিকতা। স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য লাইভলীহুড, প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগ তাদের শ্রেষ্ঠ কর্মীদের পুরস্কৃত করেছে।

লাইভলীহুড বিভাগের শ্রেষ্ঠ কর্মসূচি সংগঠকের (পিও) পুরস্কার পেয়েছেন গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম। একই বিভাগের শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি মোবিলাইজার (সিএম) পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে মর্জিনা আক্তার (১ম), দিলরুবা সুলতানা (২য়), শঙ্করী বসাক (৩য়), তাজমহল বেগম (৪র্থ) ও দিপ্তী চৌধুরী(৫ম)।

শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার নিচ্ছেন মর্জিনা আক্তার

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ মাঠকর্মীর পুরস্কার পেয়েছেন সিএম রেহানা আক্তার। অন্যদিকে, ধাত্রীদের মধ্যে মুর্শেদা বেগম (১ম), নুরজাহান বেগম (২য়), রুবী বেগম (৩য়) এবং রেজিয়া বেগম সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করেন।

শিক্ষা বিভাগ ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলসমূহের শিক্ষিকাদের মধ্যে তিনজনকে পুরস্কৃত করেছে। তারা হলেন রেহানা বেগম (১ম) সিন্ধু দাশ (২য়) এবং নাফিজা আক্তার (৩য়)।

আলহাজ্ব মো. লুৎফুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

ঘাসফুল-এর পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্য এবং বিশিষ্ট কর আইনজীবী ও শিক্ষানুরাগী মরহুম মো. লুৎফর রহমানের ২য় মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঘাসফুল-এর নির্বাহী কমিটি ও প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্যোগে সংস্থার মিলনায়তনে গত ১ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকালে কোরআনখানি, মিলাদ মাহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

মরহুম লুৎফর রহমানের পরিবারের উদ্যোগে এবং চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সহযোগিতায় সমিতির ১ নং মিলনায়তনে দুপুরে অনুরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিকে, মরহুমের পরিবারের উদ্যোগে বাদ মাগরিব নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির ২ নং সড়কস্থ মসজিদে মিলাদ মাহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

ঘাসফুল-এর অনুষ্ঠানে মরহুমের স্ত্রী ও সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, একমাত্র পুত্র আফতাবুর রহমান জাফরী, সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ প্রকল্প কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম কর আইনজীবী সমিতির অনুষ্ঠানে সংগঠনের সভাপতি মো. আবদুল ওয়াদুদ, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন আহমদ খান, প্রবীণ সদস্য ও মরহুমের সহকর্মী আবদুল খালেকসহ ঘাসফুল-এর বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে, মরহুমের পারিবারিক মিলাদ মাহফিলে নাসিরাবাদ হাউজিং সোসাইটির এলাকাবাসী এবং মরহুমের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন

সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক

গত ৯ আগস্ট ঘাসফুল-এর নির্বাহী কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মিসেস শাহানা আনিস ও মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পুন:নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাহী কমিটির অপর সদস্যরা হচ্ছেন সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানা, যুগ্ম সম্পাদক নাজমা জামান, কোষাধ্যক্ষ সেলিনা চৌধুরী মেরী, নির্বাহী সদস্য শাহানা মোজাম্মেল ও মিনারা হোসাইন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. গাজী সালেহ উদ্দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং কর আইনজীবী মো. আমির হোসেন সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নির্বাচন পরিচালনা করেন।

নব নির্বাচিত কমিটি আগামী ২০০৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

■ সংগঠন সংবাদ

আর্সেনিক ওরিয়েন্টেশনে ঘাসফুল কর্মী

পটিয়া উপজেলা এনজিও সমন্বয় কমিটি আয়োজিত দু'দিনব্যাপী আর্সেনিক বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন সংস্থার প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের প্রোগ্রাম অফিসার খবীর উদ্দিন ও পিও শাহনাজ বেগম। গত ২২-২৩ সেপ্টেম্বর পটিয়াস্থ বিটা সংস্কৃতি ও উন্নয়ন কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

ঘাসফুল ছাড়াও বিটা, ওয়ার্ল্ড ভিশন, মমতা এবং স্থানীয় একজন মহিলা ইউপি সদস্যসহ মোট ১৮ জন সদস্য এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

জেন্ডার কর্মশালায় ঘাসফুল প্রতিনিধি

'জেন্ডার রেসপন্সিভ প্লানিং' নামে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন সংস্থার প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু। গত ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর পটিয়াস্থ বিটা সংস্কৃতি ও উন্নয়ন কেন্দ্রে দাতা সংস্থা এ্যাকশন এইডের সাউথ-ইস্ট রিজিয়ন এই কর্মশালার আয়োজন করে।

এ্যাকশন এইডের অংশীদার সংগঠনের সদস্যসহ ২২ জন প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের ভেতরে জেন্ডারের অবস্থান জানা এবং জেন্ডার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সংবেদনশীল করে তোলার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে এতে আলোচনা করা হয়। সংগঠনে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও যাবতীয় শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য এবং সর্বোপরি সংগঠনকে জেন্ডার সংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি সংগঠনের জেন্ডার নীতিমালা তৈরি ও তা পালনের বিষয়ে এতে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এ্যাকশন এইডের বিদায়ী কান্ট্রি ডিরেক্টর ফয়সাল হোসাইন সমাপনী দিবসে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত ঘাসফুল-এর উপকারভোগীদের নিয়ে গত ১১ জুলাই 'আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড নির্বাচন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে ১৯ জন উপকারভোগী অংশগ্রহণ করেন।

লাইভলীহুড বিভাগের কো অর্ডিনেটর সাখাওয়াত হোসেন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। বিভাগীয় কর্মসূচি সংগঠক (পিও) গোলাপ ফেরদৌস আরা বেগম এবং সাইদুর রহমান এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের বিভিন্ন দিক, আত্মনির্ভরশীলতার উপায়, প্রকল্পের ধাপ, ব্যবসায়ের সম্ভাব্যতা যাচাই, ব্যবসায়িক পরিকল্পনার ধাপ, পুঁজি ঠিক রাখার উপায়, ঋণ নীতিমালা ও পরিশোধ প্রক্রিয়া, সমিতি ব্যবস্থাপনা ও হিসাব-নিকাশ ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও তা মোকাবেলায় উপায় প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমিতিতে খেলাপী ঋণের পরিমাণ হ্রাস করা যায়। 'দল ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তারা এ কথা বলেন। গত ৭ জুলাই সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

লাইভলীহুড বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক সাইদুর রহমান এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এতে ১৬ জন সদস্য প্রশিক্ষণ নেয়।

বক্তারা এতে আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ একটা দলের গতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রতি বছর সদস্যদের জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। তারা বলেন, প্রশিক্ষণ পেলে খেলাপী ঋণের পরিমাণ কমবে।

জীবন প্রবাহের চালিকাশক্তি প্রশিক্ষণ

'নেতৃত্ব বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক সমিতি নেত্রীদের প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীরা বলেছেন, কেবল সমিতি পরিচালনা নয়, সুন্দর জীবন প্রবাহেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ চালিকাশক্তি হিসেবে, কাজ করবে। গত ২৪ থেকে ২৮ আগস্ট সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

লাইভলীহুড বিভাগের কর্মসূচি সংগঠক সাইদুর রহমান এবং তাঈম-উল আলম এতে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নারীদের সমস্যা, সমস্যার কারণ ও সমাধানের সম্ভাব্য কৌশল, দল গঠন ও এর পূর্বশর্ত, দল গঠনের ধাপ, দল পরিচালনায় তহবিলের গুরুত্ব, দল ভাঙার কারণ, নেতা ও নেতৃত্ব, নেতার ভূমিকা ও গুণাবলী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

প্রশিক্ষণের শেষ দিনে সংস্থার ঋণ কর্মকর্তা লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল এবং ইন্টারন্যাশনাল অডিটর মারুফুল করিম সমাপনী বক্তব্য রাখেন। বক্তারা প্রশিক্ষণের যাবতীয় অর্জন সমিতি পরিচালনা ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগের উপর জোর দেন।

সাব এনআইডিতে ১৫ হাজার শিশুকে টিকা খাইয়েছে ঘাসফুল

সাব-জাতীয় টিকা দিবসের (সাব-এনআইডি) দু'টি রাউন্ডে ১৪ হাজার ৮১৬ জন শিশুকে পোলিও'র টিকা খাইয়েছে ঘাসফুল। এ সময় ৫ হাজার ২৯০ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুলও খাওয়ানো হয়। ১৬টি

সাব এনআইডিতে টিকা দানের একটি মুহূর্ত

কেন্দ্রের মাধ্যমে সংগঠনের প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে।

পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ঘাসফুল দীর্ঘদিন ধরে ০-৫ বছর বয়সী শিশুদের পোলিও'র টিকা খাওয়াচ্ছে। গত ১০ আগস্ট ১ম রাউন্ডে ৭, ৭২৪ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ২য় রাউন্ডে ৭,০৯২ জন শিশুকে পোলিও'র টিকা খাওয়ানো হয়।

যে ১৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো-মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়, সোলেমান বস্তি, ছাইল্লার বস্তি, সুইপার কলোনী, বাঙ্গাল পাড়া, র‍্যালী ব্রাদার্স, মাইল্লার বিল, ফজল সওদাগরের বাড়ি, আমিন সওদাগরের বাড়ি, উদয়ন কিন্ডার গার্টেন, স্বাদেশিক ক্লাব, বেপারীপাড়া ইসলাম সওদাগরের বাড়ি, ছোটপুল বল্লার কলোনী, শেখ দেলোয়ার কলোনী, পশ্চিম গোসাইলডাঙ্গা খলিল সওদাগরের বাড়ি এবং পশ্চিম গোসাইলডাঙ্গা জাহাঙ্গীর কমিশনারের বাড়ি।

ইউসেপ-ঘাসফুল চুক্তি, প্যারাট্রেড সেন্টারে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা

সুবিধাবঞ্চিত কিশোর-কিশোরীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন ধরে অনানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ঘাসফুল। পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীদের কারিগরী শিক্ষার মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউসেপ প্যারাট্রেড সেন্টারে সংস্থার পক্ষ থেকে মোট ৩০ জন ছাত্রকে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলগুলোর ৫ম শ্রেণীর মোট ১৫ জন ছেলে এবং ১৫ জন মেয়েকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে ঘাসফুল এবং ইউসেপের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেডের মধ্যে রয়েছে ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং, এমব্রয়ডারী, ইলেক্ট্রিক্যাল, সাইনবোর্ড-ব্যানার লেখা ইত্যাদি।

কন্যা শিশুর অধিকার রক্ষায় এখনই সচেতন হোন

কন্যা শিশু বলে ছেলে শিশুর তুলনায় তারা আজ নিজের ঘরে এবং ঘরের বাইরে নানা বৈষম্যের শিকার। এসব বৈষম্য পিতৃতন্ত্রের কু-প্রভাব ও তা থেকে সৃষ্ট সিস্টেমের ফলে ঘটছে এবং তার শুরু পরিবার থেকে। কন্যা শিশুদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের অধিকার রক্ষায় আমাদের সকলকে এখনই সচেতন হতে হবে।

জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে ঘাসফুল-এর উদ্যোগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর সোমবার সংগঠনের মিলনায়তনে আয়োজিত মুক্ত আলোচনার বক্তারা এসব কথা বলেন।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুক্ত আলোচনায় প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়েমা আক্তার, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাখাওয়াৎ হোসেন, শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ, প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু, ক্রেডিট অফিসার লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুলসহ রিপ্লেন্ট সার্কেলের কয়েকজন কিশোরী বক্তব্য রাখেন।

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি সিভিল সার্জন ডা. তারিকুল ইসলাম বলেন, মায়ের শাল দুধ হচ্ছে শিশুর প্রথম টিকা। শাল দুধ খাওয়ালে শিশু ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে রক্ষা পায়। ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, এতে মা যেমন সুস্থ থাকেন তেমনি পরিবারও আর্থিকভাবে লাভবান হয়। বাচ্চার দুধ কেনার বিরাট এক বোঝা থেকেও পরিবার রক্ষা পায়।

বিশেষ অতিথি ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মো. আবদুল্লাহ বলেন, বুকের দুধ মা ও শিশুর মধ্যে এমন বন্ধনের সৃষ্টি করে যা আজ পশ্চিমা সমাজে নেই বলে তারা মাথা কুঁড়ে মরছে। তিনি পবিত্র কোরআনের বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, শিশুকে কৃত্রিম দুধ কিনে খাওয়াতে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা দিয়ে মা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারে।

ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়েমা আক্তার এবারের বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'মাতৃদুগ্ধ দান-সুস্থ মা ও সুস্থ শিশু' বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতির বক্তব্যে মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের দেশ ও জাতির কর্ণধার। তারা সুস্থ না হলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার। তিনি মাতৃদুগ্ধকে শিশুর সবচেয়ে বড় মৌলিক অধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে এ অধিকার থেকে কোনো শিশুকে বঞ্চিত না করার আহ্বান জানান।

সিভিল সার্জন এবং ডেপুটি সিভিল সার্জন ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ এবং ক্লিনিক পরিদর্শন করেন।

বর্ষ ১
সংখ্যা ৩
জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০০২

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

ঘাসফুল-এর 'সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে যুগোপযোগী নীতিমালা' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক :

ঘাসফুল-এর উদ্যোগে 'সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমে যুগোপযোগী নীতিমালা' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী এক কর্মশালা গত ২০ সেপ্টেম্বর কুমিল্লাস্থ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) মিলনায়তনে সমাপ্ত হয়েছে। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সকালে এই কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কুমিল্লার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'নারী দিপীতা'র সভাপতি ডা. জোবেদা হান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। ঘাসফুল-এর প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘাসফুল-এর নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানা, নারী দিপীতা'র সাধারণ সম্পাদক ফাহমিদা জেবিন, লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মো. সাখাওয়াৎ হোসেন, শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি ডা. জোবেদা হান্নান বলেন, 'নারীরা এখন আর পিছিয়ে পড়া নয়, সমাজের সব ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। বেগম রোকেয়া, নবাব ফয়েজুন্নেসার স্বপ্ন এখন সত্য হয়েছে'। ঋণের কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে নারীদের দায়িত্বশীলতার বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। কেননা, তারা সময়মত ঋণ পরিশোধে সচেষ্ট থাকে।

সভাপতির বক্তব্যে মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ বলেন, 'সমাজের অধিকার বঞ্চিত মানুষদের অবস্থার পরিবর্তন তথা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালু করেছে'। অনুষ্ঠানের সাফল্য এবং প্রধান অতিথি ডা. জোবেদা হান্নানের নারী উন্নয়নে বিভিন্ন অবদানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'কুমিল্লাসহ পুরো দেশে নারী অধিকার আদায়ে নিবেদিত প্রাণ ডা. জোবেদা হান্নানকে এই অনুষ্ঠানে পেয়ে আমরা আনন্দিত'।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডা. মমতাজ সুলতানা বলেন, 'বর্তমানে মাইক্রো ক্রেডিট খুব আলোচিত বিষয়। তাই এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যুগোপযোগী নীতিমালা তৈরির প্রয়োজন রয়েছে'।

ঘাসফুল-এর ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সাথে নারী দিপীতার বিভিন্ন কার্যক্রমের মেল বন্ধনের উল্লেখ করে ফাহমিদা জেবিন বলেন,'নারী দিপীতাও নারীদের অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে'।

লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মো. সাখাওয়াৎ হোসেন এবং শিক্ষা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর সাইফউদ্দিন আহমদ অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এবং ঘাসফুল-এর সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান উপস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন প্রোগ্রাম অফিসার শাহাব উদ্দিন নীপু।

বক্তব্য রাখছেন শামসুন নাহার রহমান পরাণ, তার বাম পাশে ডা. জোবেদা হান্নান ও ডা. মমতাজ সুলতানা। ডানে সাখাওয়াৎ হোসেন ও সাইফউদ্দিন আহমদ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় সঞ্চয় ও ঋণ ম্যানুয়াল রিভিউ'র কাজ। ১৯৯৮ সালে প্রণীত এই ম্যানুয়ালের বিভিন্ন ধারাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়। প্রসঙ্গত, ১৯৯৭ সাল থেকে ঘাসফুল মাইক্রো ক্রেডিট নিয়ে কাজ শুরু করে এবং এক বছরের কাজের অভিজ্ঞতায় এই ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়েছিল।

গত ২০ সেপ্টেম্বর কর্মশালার শেষ দিনে ঘাসফুল-এর নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডা. মমতাজ সুলতানা এর সমাপ্তি টানেন। দু'দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রাপ্ত বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাব নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় উত্থাপনের মধ্য দিয়ে সেগুলো কার্যকরী করার বিষয়ে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন। কর্মশালায় নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ৪২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

উপদেষ্টামন্ডলী
মিসেস শাহানা আনিস
ডেইজি মওদুদ
এম, এইচ ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
মিসেস রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
শাহাব উদ্দিন নীপু

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াৎ হোসেন
ডাঃ সায়েমা আক্তার
সাইফউদ্দিন আহমেদ

সহযোগিতায়
নাসরিন ইসলাম
ইয়াসমীন ইউসুফ
শামীম আরা লুসি

সুস্থ জাতির জন্য সুস্থ শিশু এবং সুস্থ শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধ দানের কোনো বিকল্প নেই

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ উপলক্ষে ঘাসফুল আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, সুস্থ জাতির জন্য সুস্থ শিশু এবং সুস্থ শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধ দানের কোনো বিকল্প নেই।

ঘাসফুল মিলনায়তনে গত ৬ আগষ্ট সকালে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

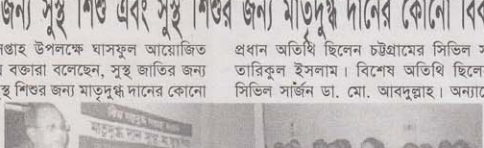

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন সিভিল সার্জন ডা. তারিকুল ইসলাম

সংগঠনের নির্বাহী পরিচালক মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ডা. তারিকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মো. আবদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কো-অর্ডিনেটর ডা. সায়েমা আক্তার, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের প্রধান মো. মফিজুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

(পৃষ্ঠা ৭-এ দেখুন)

আইকো, ৪ সিডিএ মোমিন রোড, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল এমসিএইচ এফপি এন্ড এফ ডব্লিউ এসোসিয়েশন, হোসেন মঞ্জিল, ভিটি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, ফোন : ৭১৪৫১৯, E-mail: ghashful @ spnetctg.com হতে প্রকাশিত।